যুগান্তর

তারিখ 7 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

অষ্টম ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা নভেম্বরে : ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে অষ্টম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা নেয়া হবে। একই সঙ্গে নেয়া হবে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাও। এ দুটি পরীক্ষার ফলাফল এসএসসি ও এইচএসসির অনুরূপ গ্রেডিং পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হবে। পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ইবতেদায়ি এবং দাখিলের শিক্ষার্থীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই চার স্তরে বিদ্যমান দীর্ঘদিনের বৃত্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল হবে। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। এতে অষ্টম শ্রেণী ও দাখিল অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদের নেতৃত্বে এবং বোর্ড চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। বৈঠকের ধারণাপত্রে অষ্টম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়েছে, প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিকের এ স্তরে সমাপনী পরীক্ষা চালু হলে এসএসসি পরীক্ষার আগেই শিক্ষার্থীদের স্তরে পড়ার প্রবণতা কমবে এবং শিক্ষার মান বাড়বে। সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরে সাড়ে ১৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। মাদ্রাসা পর্যায়ে আরও ৪ লাখাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের সবাইকে সমাপনী পরীক্ষার আওতায় আনা হবে। প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণী মিলে এটি হবে সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা। গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লাখ। বৈঠকে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে, অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা চালু হলে প্রাথমিকের মতো এ স্তরেও বৃত্তি পরীক্ষার বিধান বাদ দেয়া হবে। তবে প্রাথমিকের মতো বৃত্তির নিয়ম চালু থাকবে। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নেয়া হবে। বৃত্তি প্রদানে বর্তমান যে বিধান রয়েছে তাতেও সংস্কার এবং বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে বলা হয়েছে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটিকে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবেই নেয়া হবে এবং সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর অধীনেই এটি অনুষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হবে। শিক্ষা বছরের শুরু থেকেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সেটিকে অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে।